30 MAY 2017

যুগান্তর

সরেজমিন

"হোস্টেল ও ছাত্রাবাস পাড়া" ঢাকার ফার্মগেট এলাকা

▶▶ সাজেদুল ইসলাম বিজয়

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির জন্য কোচিং করতে সম্প্রতি নরসিংদী থেকে ঢাকা এসেছেন আনোয়ার হোসেন তামিম। ঢাকায় পরিচিত কোনো আত্মীয়-স্বজন না থাকায় তার ঠাঁই হয়েছে ফার্মগেটের আইডিয়া হোম নামের একটি ছাত্রাবাসে। ছাত্রাবাসে অগ্রিম টাকা জমা দিয়ে নিশ্চিত করেছেন তিন জনের রুমে নিজের জন্য একটি সিট। সিটে ওঠার পর পানিতে হলুদ মেশানো পাতলা ডাল, মোটা চালের শক্ত ভাত, এক ফালি আলুর সঙ্গে এক টুকরো ছোট মাছ কিংবা ফার্মের মুরগির মাংস ও এক চামচ পাতলা ঝোল দিয়েই প্রতিদিন তাকে পেটের ক্ষুধা মেটাতে হয় ওই ছাত্রাবাসে। ক্রমেই শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন ওই শিক্ষার্থী। এক পর্যায়ে ছাত্রাবাস ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

জানা গেছে, প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেতে রাজধানীতে পাড়ি জমান লক্ষাধিক শিক্ষার্থী। এসব শিক্ষার্থীর অধিকাংশই আবাসিক হোস্টেলে থেকে ভর্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ সুযোগে হোস্টেল ব্যবসায়ীরা এসব শিক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেন মোটা অংকের টাকা। রাজধানীর ফার্মগেট ও আশপাশের এলাকায় গড়ে উঠেছে সহস্রাধিক বাণিজ্যিক হোস্টেল।

ভিআইপি ইউনিক ছাত্রাবাস

ফার্মগেটের মনিপুরিপাড়ায় ৩৮নং বাসার নিচ তলা, দ্বিতীয় তলার একাংশ ও তৃতীয় তলায় চলছে এই হোস্টেলের কার্যক্রম। হোস্টেলের তৃতীয় তলার ডাইনিং রুমে হার্ডবোর্ড দিয়ে ভাগ করে তৈরি করা হয়েছে আলাদা সিঙ্গেল ও ডবল রুম। এসব রুমে নেই কোনো জানালা। ফলে দিনের বেলাও রাতের মতো অন্ধকার বিরাজ করে রুমগুলোতে। এখানে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা বিজলি-বাতির কৃত্রিম আলোয় বইয়ের পাতায় চোখ রেখে একসময় ঘুমিয়ে পড়েন শিক্ষার্থীরা। মজার ব্যাপার হল, এখানে বারান্দায়ও হার্ডবোর্ড দিয়ে রুম তৈরি করা হয়েছে যা ভাড়া দেয়া হয়েছে ৯ হাজার টাকায়। ছদ্মবেশে ভর্তির বিষয় জানতে চাইলে হোস্টেলটির তত্ত্বাবধায়ক নূর হোসেন জামাল বলেন, ভর্তি হতে হলে সার্ভিস চার্জ ৫০০০, মাসিক ভাড়া অগ্রিম ৯০০০ এবং প্রতি মাসে ৯০০০ ও রোজার মাসে বাজারে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ায় আরও ১০০০ হাজারসহ মোট ২৪০০০ টাকা লাগবে।

স্টুডেন্টস হোম ছাত্রাবাস

৩৪/১ মনিপুরিপাড়ার হাওলাদার বাড়িতে জমজমাট সিট বাণিজ্য করছেন স্টুডেন্টস হোম ছাত্রাবাস নামের প্রতিষ্ঠানটি। এটি বাইরে থেকে দেখে বুঝার উপায় নেই এখানে কোনো ছাত্রাবাস আছে। একটি আবাসিক বাড়ির চতুর্থ ও পঞ্চম তলার ফ্লোরে চলছে এই হোস্টেলটির কার্যক্রম। এখানে সিঁড়ি দিয়ে ঢুকলেই দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। কারণ বাড়িটিতে নেই কোনো আলো বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা। এ ছাত্রাবাসের একটি রুমে চার জন করে পুরো ফ্লোরে মোট ৩০ জন ছাত্র বাস করছে। পাশের বিল্ডিংয়ে পাঁচটি ফ্লোরে থাকছেন ১৩৬ জন শিক্ষার্থী। ছদ্মবেশে এখানে ভর্তির তথ্য জানতে চাইলে মালিক আবু তাহের জনি বলেন, সার্ভিস চার্জসহ মোট ১২০০০ টাকা লাগবে। এখানে আমি যে খাবার খাই শিক্ষার্থীরাও একই খাবার খায় বলে তিনি দাবি করেন।

রংধনু ছাত্রাবাস

ফার্মগেটের মূল সড়কের পাশেই একটি মার্কেটের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম তলায় রংধনু ছাত্রাবাস। ছদ্মবেশে অনুসন্ধানে জানা যায় এখানে পঞ্চম তলায় একটি সিট খালি আছে। সে রুমে বিসিএস পরীক্ষার্থীসহ চাকরিজীবীও আছে। পঞ্চম তলায় প্রায় ৭০ জন এবং তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় প্রায় ১৫০ জন শিক্ষার্থী বসবাস করছেন। ম্যানেজারের রুমে গিয়ে দেখা যায়, এখানেও শিক্ষার্থী রয়েছে। সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রও রয়েছে রুমটিতে। তিনি বলেন, চার জনের রুমে থাকতে ভাড়া দিতে হবে ৬০০০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ দিতে হবে ৩০০০ টাকা। এই হোস্টেলের ম্যানেজার মাস্টার্সের ফরম পূরণ করতে কলেজে যাওয়ায় তার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

ছাত্রাবাসের বারান্দায় নির্মিত থাকার রুম। যার ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ৯ হাজার টাকা

আদর্শ হোস্টেল

ফার্মগেটের ইন্দিরা রোডে অবস্থিত ভুতুড়ে পরিবেশের আদর্শ হোস্টেলে পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলায় ছাত্রাবাস। এই বিল্ডিংয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই যেন চমকে দাঁড়াই। শিরশির করে হাত-পা, দু'জনে একসঙ্গে উঠলেও একজন আরেকজনকে দেখা যায় না। দিনের বেলাও বিজলি বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হয়। এই হোস্টেলটি পরিচালনা করে মিঠু নামের একজন। তিনি যুগান্তরকে বলেন, তারা ৩-৪ বছরের জন্য বাড়ির মালিকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। আস্তে আস্তে বাড়ির কাজ চলছে। এক রুমে ৩-৪ জন করে থাকে। প্রত্যেকের জন্য ২ বাই ৬ ফুট নিচু চৌকি। মাথার কাছে ছোট টেবিল, মাঝারি এক রুমের মাঝে কাঠের পার্টিশন দিয়ে দুই রুম করা হয়েছে।

মিলেনিয়াম ছাত্রাবাস

ফার্মগেটের পুরনো একটি ছাত্র হোস্টেলের নাম মিলেনিয়াম ছাত্রাবাস। মনিপুরিপাড়া ১নং গেটের কাছে অবস্থিত এ ছাত্রাবাসটি যেন ছাত্র হয়রানির অনন্য প্রতিষ্ঠান। ১৯৯১ সালে ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোস্তফা নামের এক ব্যক্তি চালু করেন ছাত্রাবাসটি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোচিং করতে আসা এক আবাসিক ছাত্র যুগান্তরকে জানান, মিলেনিয়ামের খাবার মেন্যুতে বৈচিত্র্য থাকলেও বাস্তবে তা মানা হয় না। ডাল আর আলু খেতে খেতে জীবন অতিষ্ঠ মিলেনিয়ামের শিক্ষার্থীদের। আরেক শিক্ষার্থী জানান, তাকে দু'জনের রুমের কথা বলে তিন জনের রুমে তুলে দেয়া হয়েছে। অগ্রিম টাকা দেয়া থাকায় ও অন্য হোস্টেল খোঁজার মতো হাতে সময় না থাকায় ওই শিক্ষার্থীকে বাধ্য হয়েই তিন জনের রুমে থাকতে হচ্ছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, বেশি টাকা পেলে বুকিং করা রুম আবার নতুন করে বুকিং হয় এখানে। এই হোস্টেলে শিক্ষার্থীদের খাওয়ার জন্য একটি ডাইনিং রুম ছিল। কিন্তু সেখানে চৌকি বসিয়ে তাও ভাড়া দেয়া হয়েছে। বক্তব্য জানতে যোগাযোগ করা হলেও মিলেনিয়াম ছাত্রাবাসের দায়িত্বরত কেউ কথা বলতে রাজি হননি। ■